দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

চূড়ান্ত রিপোর্টে মন্তব্য

# জহুরুল হক হলের ঘটনা ঘটিয়েছে দু'বহিরাগত সন্ত্রাসী

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

গত ৬ই অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্তশেষে তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে দু'জন বহিরাগত সন্ত্রাসীকে এ ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় তারা চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৬ই অক্টোবর যখন সারোয়ারের স্ত্রী হল গেটে আসে তখন তার

মন্তব্য ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৩

## মন্তব্য ঃ চূড়ান্ত রিপোর্ট

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

গায়ের অলংকার সন্ত্রাসীদের নজরে পড়ে। ঘটনার শিকার সারোয়ারে বরাত দিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে সন্ত্রাসী সুমন ও স্বপন পিস্তল ও কাটা রাইফেল হাতে ২৬০ নং রুমে ঢোকে। প্রথমে তারা কাজের ছেলে কুদ্দুসকে মারধর করে রুম থেকে বের করে দিয়ে দরজা আটকে দেয়। এরপর তার স্ত্রীর গলার চেইন ছিঁড়ে নেয়। পরে কানের দুল নেয়ার সময় সারোয়ারের স্ত্রী চিৎকার করলে তার মাথায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে তারা আঘাত করে।

এ সময় তারা সারোয়ারের মুখের মধ্যে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে সারোয়ারের সাথে সুমন এবং স্বপনের ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে সারোয়ারকে তারা জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। পরে সুমন এবং স্বপন প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে রুম থেকে বেরিয়ে যায়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, সুমন এবং স্বপন কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। তবে তারা দীর্ঘদিন যাবৎ জহুরুল হক হলে থাকত এবং নানান ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করত।

উল্লেখ্য, এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ৭ই অক্টোবর পুলিশ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা থেকে ফয়সাল মাহমুদ সুমনকে গ্রেফতার করেছে।৬ই অক্টোবর ঘটনা ঘটার পরদিনই উপাচার্য ডঃ অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক বজলুল হক খন্দকারকে চেয়ারম্যান এবং প্রক্টর ডঃ এ, কে, এম নূর-উল নবীকে সদস্য সচিব করে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন।

উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট পেশ করার পর উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরী বলেন, এ ঘটনার সাথে জড়িতসহ কোন সন্ত্রাসী যাতে মুক্তি না পায় সেজন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।